

অনুহীন অভিনন্দন অনন্ত

প্রদীপ দেব

১

মুক্তমনা পুরস্কার অর্জনের জন্য অনন্তকে জানাচ্ছি অভিনন্দন। মুক্তমনার মাধ্যমে জেনেছি অনন্তের কর্মপরিচয়। জেনে ভালো লাগছে যে অনন্ত অসীম সাহসী কাজ করে চলেছেন বাংলাদেশে বসে; তাও আবার সিলেটের শাহজালাল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে। অভিনন্দন আপনার অনন্ত সাহসকে।

২

যুক্তিবাদী হওয়া সাংঘাতিক কঠিন এক সংগ্রামের কাজ। যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা আরো কঠিন। প্রবীর ঘোষ ও তাঁর ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির কাজের সাথে যখন পরিচয় ঘটে - তখন মনে হয়েছে, যে কঠিন কাজ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে করা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশে তা করা দুঃসাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায়। তাঁরা নিজেরা সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী হোন বা না হোন, যুক্তিবাদকে সমর্থন করতে বাধ্য। প্রবীর ঘোষের 'অলৌকিক নয় লৌকিক' - ১ম খণ্ডে ভূমিকা পর্যন্ত লিখে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। কিন্তু বাংলাদেশে তা অসম্ভব। কেন অসম্ভব তা আমরা সবাই জানি। বাংলাদেশের নেতারা - তা যে দলেরই হোন না কেন - ধর্মের প্রশ্নে সবাই সংস্কারগ্রস্ত। এখন সেখানেই যুক্তিবাদী আন্দোলনে কাজ করে যাচ্ছেন অনন্তের মত কিছু অসীম সাহসী মানুষ। অনন্তরা শুধু স্বপ্ন দেখাচ্ছেন না, স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজও করে যাচ্ছেন।

৩

শাহজালাল ইউনিভার্সিটির সাথে আমার দুটো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। দুটো অভিজ্ঞতাই ব্যর্থতার। প্রথম অভিজ্ঞতা চাকরি সংক্রান্ত। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদের জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে মুখোমুখি হয়েছি কিছু অসহ্য সত্যের। আমার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্য আমার হিন্দুত্বই নাকি যথেষ্ট। কিন্তু আমি তো নাস্তিক। চাকরির দরখাস্তে ধর্মের জায়গায় তো মানবতাই লিখেছি। বর্ণের জায়গায় লিখেছি - কালো। যুক্তিবোধ জন্মাবার পর থেকেই ধর্ম আমার মানবতা, আর বর্ণ তো জন্মথেকেই কালো। তাতে কী? নাস্তিকতা দিয়ে নাকি হিন্দুত্ব ঢাকা যায় না। আমি কী বিশ্বাস করি না করি তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমার জন্মপরিচয়ে যায় আসে। নাম দেখেই বোঝা যায় আমি কী!! এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তখন। পরে দেখেছি শাহজালাল ইউনিভার্সিটি কীভাবে ইসলাম ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতে দমবন্ধ হয়ে আছে দিনের পর দিন।

এরপরের অভিজ্ঞতা হয়েছে ছাত্রীহলের নামকরণ সংক্রান্ত ঘটনার সময়। জাহানারা ইমামের নামে ছাত্রী হলের নামকরণ করার সিদ্ধান্ত ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেটে পাস হওয়ার পরও তা কার্যকরী করা যায় নি। অথচ আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায়। তখন হুমায়ূন আহমেদ শাহজালাল ইউনিভার্সিটির সামনে অনশন পালন করেছিলেন। খুব সমর্থন করেছিলাম তাঁকে তখন। খুব চেয়েছিলাম শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে জাহানারা ইমামের নামে হল হোক। কিন্তু হয়নি। হুমায়ূন আহমেদ, জাফর ইকবালের মত মানুষেরাও হেরে গেছেন ধর্মীয় মৌলবাদীদের কাছে।

শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে সত্যজিৎ রায়, লালন, মাটির ময়না, লাল সালু নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ মুক্তমনের চর্চা, নিষিদ্ধ যৌক্তিক আন্দোলন। সেখানে অনন্ত যা করেছেন এবং করে চলেছেন - তা বিপ্লব। এক্ষেত্রে আমার প্রথম কামনা - এ বিপ্লব সফল হোক।

৪

ভালো কাজের স্বীকৃতি হলো পুরস্কার। কিন্তু পুরস্কার পাবার সাথে সাথে স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে যায় দায়িত্ব। অনন্তের দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা বেড়ে গেলো অনেক খানি। আমি জানি - অনন্তরা চিরদিনই যুক্তির কাছে দায়বদ্ধ, দায়বদ্ধ মানবতায়।

৩১ মে, ২০০৬

ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।